মানিক সরকারের শোক বার্তা

তারিখ–১৭ এপ্রিল,২০২০

পীযুষ নাগ চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল। অসুস্থ ছিলেন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। সবকিছু সত্বেও প্রিয়জনের প্রয়াণ মেনে নেওয়া কঠিন। মর্মান্তিক। বেদনাদায়ক। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদে ছিলেন টিপ্‌টপ্‌। কথাবার্তায় ছিলেন মার্জিত। নিজের পেশায় কাজ করতে গিয়েই ত্রিপুরায় সি আই টি ইউ'র সংস্পর্শে আসেন। তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরার বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের মুখ ও মুখ্যব্যক্তিত্ব বীরেন দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বীরেন দত্তের কাছেই বে-সরকারী সংস্থার কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যাক্ত করেন। গৃহীত হলো তাঁর প্রস্তাব। শুরু হলো নতুন পথে যাত্রা এবং একই সাথে জীবনের ভিন্ন অধ্যায়।

সি আই টি ইউ'র কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। সি আই টি ইউ'র রাজ্য কর্মস্থল অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঢেলে সাজিয়ে ও গুছিয়ে তুলেছিলেন। এই কর্মস্থল ছিল তাঁর প্রাণ। সংগঠনের সর্বোচ্চস্তরে নিজের দক্ষতা ও কর্মগুনে অধিষ্ঠিত হলেও সংগঠনের অনুমোদিত ও সান্নিধ্যে আসা বিশেষ করে ছোট সংগঠন সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পরিচর্যা করতেন।

আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যের শ্রম আইন ছিল প্রায় তাঁর নখদর্পণে। শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংশায়, ত্রিপক্ষীয় সভায়, শ্রমিকদের স্বার্থের জাগ্রত প্রহরি হিসাবে তাঁর উপস্থিতি ছিল একান্ত আবশ্যক। বিরোধের সুনিপুন মীমাংশায় সমাদ্রিত ছিলেন সকলের কাছে।

শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবীপত্র তৈরী, কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র তৈরীতে মুনসীয়ানার সাক্ষর রেখেছেন। অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব এ কাজে সাহায্যের প্রশ্নে তাঁর উপর ছিলেন প্রায় পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল।

শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না। এমনকি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সুরাহাতে নিতেন আন্তরিক ভূমিকা।

সবমিলিয়ে তাঁরমতো যোগ্য-দক্ষ এবং শ্রমজীবীদরদী নেতার অনুপস্থিতি বিশেষ করে বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে অনুভব হতে বাধ্য। তাঁর শূন্যতা পূরণে শ্রমিক আন্দোলনের নবীন কর্মিদের আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই হবে পীযুষ নাগের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শণ।

সি পি আই (এম)
রাজ্য দপ্তরের পক্ষে

প্রতি

বার্তা সম্পাদক/সংবাদ প্রতিনিধি

, আগরতলা

বিবৃতিটি প্রচার/প্রকাশের জন্য পাঠানো হলো।